গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

[মূসক আইন ও বিধি শাখা]

নথি নং- ০৮.০১.০০০০.০৬৮.২২.০৫১.১৪/ ৬৫৯

তারিখঃ ১২ কার্তিক, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ।
২৮ অক্টোবর, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ।

বিষয়ঃ বায়িং কমিশনের বিপরীতে উৎসে মূসক কর্তন।

সূত্রঃ (১) কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (পশ্চিম), ঢাকা এর পত্র নং- ৩(৯)/২৪/কমিঃপশ্চিম/দেইউ বাংলাদেশ লিঃ/নিঃগোঃতঃঅঃ/২০১৮/২৩৪৪, তারিখ: ০৫ আগস্ট, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ।
(২) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পত্র নং- ০৮.০১.০০০০.০৬৮.২২.০৫১.১৪/৪১০(১-১১), তারিখ: ২৪ ডিসেম্বর, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক জানানো যাচ্ছে যে, সূত্রে উল্লিখিত (১) নং পত্রের মাধ্যমে Promotional Expenses এবং বায়িং হাউজ কমিশন এ দুটো বিষয়ের জটিলতা উপস্থাপনপূর্বক বায়িং কমিশনের বিপরীতে উৎসে মূসক আদায়যোগ্য হবে কিনা সে বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মতামত কামনা করা হয়েছে। পত্রটি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মূসক নীতি অনুবিভাগে পর্যালোচনা করা হয়েছে। পর্যালোচনায় দেখা যায়, এ বিষয়ে ইতোপূর্বে সূত্রোক্ত (২) নং পত্রের মাধ্যমে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। তথাপি, বিষয়টি পুন:পর্যালোচনায় দেখা যায়, Promotional Expenses কোন একটি প্রতিষ্ঠানের একটি নির্দিষ্ট খরচ যার উপর মূসক প্রযোজ্য। বায়িং হাউজ কমিশন যিনি বাংলাদেশ থেকে পণ্য আমদানি করবেন অর্থাৎ রপ্তানিকারক বাংলাদেশের বাহিরে যাকে সরবরাহ করেন, তিনি প্রদান করেন। কিন্তু, Promotional Expenses বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠানের ব্যয় হওয়ায় তা বায়িং হাউজ কমিশনে অন্তর্ভুক্ত থাকা যৌক্তিক নয়। তাই, Promotional Expenses এর পাশাপাশি রপ্তানি এলসিতে উল্লিখিত রপ্তানিমূল্যের সহিত আলাদাভাবে বায়িং হাউজ কমিশন উল্লেখ না থাকলেও পরবর্তীতে বাংলাদেশী রপ্তানিকারক বায়িং হাউজকে তা পরিশোধ করলে (রপ্তানি এলসিতে ক্লজ হিসাবে উল্লেখ থাকলেও রপ্তানি মূল্যের অতিরিক্ত অর্থ হিসেবে উল্লেখ না থাকলে) তাতে ১৫ (পনের) শতাংশ হারে মূসক প্রযোজ্য হবে। বিষয়টি নির্দেশক্রমে জানানো হলো।

[মোঃ তারেক হাসান]
দ্বিতীয় সচিব (মূসক আইন ও বিধি)
ফোনঃ ৮৩১৮১২০, এক্সঃ ৩৪৮

প্রাপকঃ
কমিশনার
কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট,
ঢাকা (পশ্চিম), ঢাকা।